

Dated: 17. 04. 2018

Enclosed is the news clipping appeared in the 'Eaisamay,' a Bengali daily dated 17.04.2018, the news item is captioned 'মেলা থেকে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে আদিবাসী ছাত্রীকে গণধর্ষণ'

Superintendent of Police, Purba Bardhaman is directed to enquire into the matter and to submit a report by 25th May, 2018.

(Signature) 17/4/2018
(Naparajit Mukherjee)
Acting Chairperson
(Signature) 17/4/18
(M.S. Dwivedy)
Member

মেলা থেকে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে আদিবাসী ছাত্রীকে গণধর্ষণ

ম: নববর্ষের রাতে আদিবাসী থেকে জঙ্গলে তুলে নিয়ে গিয়ে উঠল কয়েক জন যুবকের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বিবরণ কমে জঙ্গল লাগোয়া একটি গ্রামে গুই কিশোরী। সেখানে টি থানায় নিয়ে হাটা দেয় সে।

আজ্ঞা হয়ে যাওয়ার সন্ধ্যার অপরূপ সৌন্দর্যে গণধর্ষণের ঘটনা নিয়ে গণমাধ্যমে কয়েকটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। এনকেসি সেশনে আদিবাসী বন্দন সোমবারে নিয়ে যাওয়া হয়।

কিভাবে পকসো আইনে

মামলা শুরু করে করেছে পুলিশ।

অতিরিক্ত পুলিশ দপ্তর সিয়রত রায় বলেন, 'গুই ছাত্রী জঙ্গলের বিবরণ দিয়ে অভিযোগ দায়ের করেছে। আমরা পকসো আইনে মামলা শুরু করেছি। মেয়েটির পোশাক জবানবন্দিও নেওয়া হয়েছে।

অভিযুক্তদের খোঁজে তদন্ত চলায়ে।

চতুর্ক উপলক্ষে আউশগামা থানার যাদবগঞ্জ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে মেলা বসেছিল। রবিবার প্রতিবেদন ও আদিবাসীদের সঙ্গে মেলা দেখতে যায় লক্ষ্য মেসির গুই ছাত্রী। সেখানে থেকে হুলীয় কাড়গড়িয়া গ্রামে এক আদিবাসীর বাড়িতে ফেরার কথা ছিল তার। মলিও মেলায় ভিড়ে মলটুট হয়ে পড়ে সে। বেশ কিছুক্ষণ যোগাযোগের পর কাড়িকে দেখতে না-পেয়ে সে একটা সোকারের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে। সেই সময় চার যুবক তার কাছে গিয়ে কী হয়েছে জানতে চায়। সব শোনার পর গুই যুবকরা



তাকে কাড়গড়িয়ার আদিবাসীর বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার আশ্বাস দেয়। এর পর একটা সোকারে নিয়ে গিয়ে তাকে খাবার কিনে দেয় গুই যুবকরা। এতে ভয় পেয়ে গুই যুবকদের কথা মতো তাদের বাঁকে ওঠে সে। অভিযোগ, কাড়গড়িয়ার পরিবেশে যোগাযোগের জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে গুই কিশোরীকে গণধর্ষণ করা হয়। কোনও প্রকল্পে নিয়েছে ছাত্রীকে যোগাযোগের পৌঁছে এক মহিলায় কাছে পোশাক চায় গুই কিশোরী। এর পর হেঁটে আউশগামা-মোড়বাড়ি রাস্তার বনবগামা বাসসড়াকে এসে পৌঁছে। সেখানে তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে কয়েক জন যুবক। ইতিমধ্যে পুলিশ সেখানে পৌঁছে নিবাসিতাকে গাড়ি তুলে নিয়ে যায়।

প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে শেখ জাহাঙ্গীরন, সাইদুল শেখ বলেন, 'পুলিশ আমাদের কিছু জানতেই দিল না। আমাদের সামনে মেয়েটি খাবার বসেছিল চার জন

তাকে ধর্ষণ করেছে। তখনও শরীর থেকে পড়ছিল। অর্থাৎ পুলিশ ওকে গাড়ি হারানোর পরে না-পিয়ে ওয়াশিংটন জঙ্গল চলে যায়। গির্জা মেসারার বাইক নিয়ে।

আলেক্সান্ডার মোড়র কাছে রাস্তার পূর্ব দিকের জঙ্গলে নিয়ে মেয়েটির রক্ত পড়ি হচ্ছে।' আউশগামা থানার পুলিশ অফিসারেরই নিবাসিতাকে বনবগামা রক্ত বায়ুকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এ বাড়িতেও খবর দেওয়া হয়। বনবগামা বায়ুকেসের বিএমওএইচ থানায় মওলদ কিশোরীর মেডিক্যাল টেস্টের জন্য আর্ট থেকে পটানো হয়েছিল। কিন্তু উপস্থিত না-থাকায় কর্তব্যরত চিকিৎসক বন্দন কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন। পুলিশই তাকে নিয়ে যায়।